গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বগুড়া জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২৩ - ৩০ জুন, ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	
প্রস্তাবনা	
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি সংস্থা। নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করে ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে এর সাথে যুক্ত করা হয় স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে সরকার প্রথমেই ধ্বংস প্রাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতি গুলো পুর্নবাসনে গুরুত্ব আরোপ এবং তৎপরবর্তীতে নতুন অবকাঠামো স্থাপন শুরু করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। বর্তমানকালে ওয়াসার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত সমগ্রদেশের নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। বগুড়া জেলায় পল্লী ও পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন কার্যক্রম নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং উপজেলা সহকারী/ উপ-সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। বিগত ০৩ (তিন) অর্থ বছরে পল্লী ও পৌর এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ১১৫৩০ টি পানির উৎস স্থাপন, ৫১.৫০কি:মি: পাইপ লাইন স্থাপন, ০১ টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ (অংশিক), ০৩ টি ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক নির্মাণ (অংশিক), ৬.৭০ কি:মি: ড্রেন নির্মাণ, ১৪ টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ, ৩ টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে ।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূ

বগুড়া জেলার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো এই এলাকাটি যমুনা, করতোয়া , বাংঙ্গালী সহ আরও অনেক নদীর কারনে প্রতিবছর বন্যায় অক্রান্ত হয়। আক্রান্ত জনগণের জন্য জরূরী পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার করার জন্য পর্যাপ্ত জরূরী তহবিল বরাদ্ধ পাওয়া যায় না। এছাড়া জেলার অধিকাংশ এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানি অস্বাভাবিক মাত্রায় আয়রণ ও আর্সেনিকের উপস্থিথিতি রয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান পূর্বক পৃথক বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন। । শুষ্ক মৌসুমে পানির স্থিতিতল আস্তে আস্তে নিচে যাচ্ছে। এছাড়াও পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা অপ্রতুল জনবল ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বগুড়া জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে যেমন প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি পানির উৎস স্থাপন, জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন এবং প্রতিটি পৌরসভায় ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম চালু করা। স্বাস্থ্যসম্মত উন্নতমানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগে উন্নীতকরণ।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরণের পানির উৎস স্থাপন -৩০০০ টি
- গ্রামীণ এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক মিনি পাইপ লাইনের নিরাপদ পানি সরবরাহ-২১৬ টি
- পল্লী/ পৌর এলাকায় কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ-১৫টি
- পল্লী/ পৌর এলাকায় পাবলিক টয়লেট ল্যাট্রিন নির্মাণ-৫ টি
- পল্লী/ পৌর এলাকায় ইম্প্রুভড /স্বল্প মূল্যে স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ-১১৫ টি
- পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের নিরাপদ পানি সরবরাহ -১৪.৫ কিমি
- পৌর এলাকায় হাউজ কানেকশানের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ১০০০টি
- পল্লী/ পৌর এলাকায় স্থাপিত নলকূপের পানি পরীক্ষাকরণ ৩০২৪ টি

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বগুড়া জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২৩ সালের জুন মাসের ২৫ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১:

রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প: জনগনের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা।

১.২ অভিলক্ষ্য: সকলের জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং কমিউনিটির দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

১.৩ কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র

১.৩.১ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বগুড়া জেলার কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র

১) পল্লী এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা

২) পল্লী ও পৌর এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন

৩) পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন।

৪) পানির গুণগতমান নিশ্চিতকরণ।

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১) সুশাসন ও সংস্কার মূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৪ কার্যাবলি:

- পল্লী এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ;
- শহরাঞ্চলে পৌরসভার সহায়তায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান; খাবার পানির গুণগতমান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ;
- Iron, আর্সেনিক আক্রান্ত ও অন্যান্য সমস্যা সংকুল এলাকায় নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ভূ-গর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান;
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা) কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- আপদ-কালীন সময়ে জরুরী ভিত্তিতে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা;
- স্থানীয় সরকার, বেসরকারি উদ্যোক্তা, বেসরকারি সংস্থা এবং Community Based Organization (CBO) সমূহকে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নে কারিগরি পরামর্শ প্রদান, তথ্য সরবরাহ, প্রশিক্ষণ প্রদান ও
- নিরাপদ খাবার পানি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং পর্যায়ক্রমে দেশের সকল এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় ওয়াটার সেফটি প্লান (WSP) বাস্তবায়ন।